১৬/৮/২০০০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

পরীক্ষার ফি ৬ গুণ বৃদ্ধি

তেজগাঁস্থ টেক্সটাইল কলেজে লাগাতার ধর্মঘট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ তেজগাঁর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এখন চলছে অচলাবস্থা। পরীক্ষার ফি কমানোর দাবিতে গত ৫ই আগস্ট থেকে ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করছে। ৫শ টাকা থেকে হঠাৎ করেই পরীক্ষার ফি ৩ হাজার টাকা করায় ছাত্ররা এর প্রতিবাদে ধর্মঘটে যায়। পরীক্ষার ফি বাড়ানোর কারণে ৪টি বর্ষের প্রায় সাড়ে ৭শ ছাত্রছাত্রীর কেউই ফরম পূরণ করেনি। এ কারণে পরীক্ষার তারিখও স্থগিত করা হয়েছে।

কলেজ অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির সূত্র জানায়, গত জুলাই মাসের শেষ দিকে হঠাৎ নোটিশ দিয়ে পরীক্ষার ফি ৫শ টাকার স্থলে ৩ হাজার টাকা করা হয়। টেক্সটাইল কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি কলেজ। কলেজ সূত্র জানায়, এই ফি বিশ্ববিদ্যালয় পায়। এ ছাড়া কলেজের অন্যান্য ফিও রয়েছে। সব মিলিয়ে একজন ছাত্রকে এখন পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে হলে ৬ হাজার টাকা লাগবে। উল্লেখ্য, টেক্সটাইল কলেজের ৪টি বর্ষের পরীক্ষা একই সময় হয় এবং পরীক্ষার ফিও একই রকম। চলতি মাসের ১ থেকে ৮ তারিখ কলেজ কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফি জমা দিয়ে ছাত্রদের ফরম পূরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু ছাত্ররা বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে গত ৫ই জুলাই থেকে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট [illegible] এ কারণে আগামী ২৯শে আগস্ট ও ২২শে সেপ্টেম্বর ৪টি বর্ষের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কর্তৃপক্ষ তা স্থগিত করেছেন।

কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস মো. শরিফুল ইসলাম জানান, একবারে ৬ গুণ ফি বৃদ্ধি করা কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। এ কারণে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে। এর আগেও কর্তৃপক্ষ কেন্দ্র ফি ১শ টাকা থেকে ৬শ টাকা করেছিলেন। সেশনজটের কথা চিন্তা করে তখন আমরা আন্দোলনে যাইনি। এবার ছাত্রছাত্রীদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে।

কলেজ সূত্র দাবি করে, বর্ধিত ফির সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছে, এ ব্যাপারে কলেজের কিছু করার নেই। তবে ছাত্ররা জানিয়েছে, টেক্সটাইল কলেজের প্রিন্সিপাল নিতাই চন্দ্র সূত্রধর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য। তার অগোচরে পরীক্ষা ফি বাড়ানো হয়েছে এটি সত্য নয়।

ছাত্রদের লাগাতার ধর্মঘটে এখন টেক্সটাইল কলেজ অচল হয়ে পড়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষও নির্বিকার। এ ব্যাপারে জানার জন্য গতকাল কলেজ প্রিন্সিপালের বাসা, অফিস ও মোবাইলে ফোন করেও তাকে পাওয়া যায়নি।